বাংলাদেশ কোডের ১ম ভলিউমের ২৪ টি আইনের মধ্যে ৭টি আইন বাতিলকরণের নিমিত্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ

২৭ ডিসেম্বর, ২০২১

আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

বাংলাদেশ কোডের ১ম ভলিউমের ২৪ টি আইনের মধ্যে ৭টি আইনের কোন উপযোগিতা বা প্রায়োগিক ক্ষেত্র না থাকা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ

আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ৬ (ক)(১) ধারার বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনসমূহের পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে তা সংশোধন ও ক্ষেত্রমত নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ এবং ৬(জ) ধারায় অচল ও অপ্রয়োজনীয় আইনসমূহ চিহ্নিত করে কমিশন কর্তৃক তা রহিতকরণের সুপারিশ করার বিধান রয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে আইন কমিশন বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনের সংশোধনী, নতুন আইন প্রণয়ন, আইন বাতিলকরণের সুপারিশসহ বিভিন্ন আইনগত অভিমত প্রদান সংক্রান্ত ১৬০ (একশত ষাট) টির অধিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশনের গবেষণার ফলশ্রুতিতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ২০১৬ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ কোডের ১ম ভলিউমের ২৪ টি আইনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ৭ টি আইনের বর্তমান কোন উপযোগিতা বা প্রায়োগিক ক্ষেত্র নেই। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ কোডের নিম্নবর্ণিত আইনসমূহ বাতিলের সুপারিশ করা হলো ঃ

1. THE PUBLIC SERVANTS (INQUIRIES) ACT, 1850 (ACT NO XXXVII OF 1850) (সংলাগ-ক)
2. THE TOLLS ACT, 1851(ACT NO. VIII of 1851) (সংলাগ-খ)
3. THE CANALS ACT, 1864 (ACT NO. V OF 1864) (সংলাগ-গ)
4. THE ACTING JUDGES ACT, 1867, (ACT NO. XVI of 1867) (সংলাগ-ঘ)
5. THE ALLUVION (AMENDMENT) ACT, 1868 (ACT NO. 1V of 1868) (সংলাগ-ঙ)
6. THE SARAIS ACT, 1867 (ACT NO. XXII of 1868) (সংলাগ-চ)
7. THE PENSIONS ACT, 1871 (ACT NO XX111 Of 1871) (সংলাগ-ছ)

বিষয়ঃ **THE PUBLIC SERVANTS (INQUIRIES) ACT, 1850. (ACT NO. XXXVII OF 1850)**

আইনটির অবস্থান ঃ The Bangladesh Code Vol-1 পৃষ্ঠা ৪৬-৫২

আইনটির উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু :- সরকারী চাকুরীজীবীদের মধ্যে যাদেরকে সরকারের পূর্বঅনুমোদন ব্যতীত চাকুরী থেকে অপসারন করা যায় না তাদের আচরণগত বিচ্যুতির তদন্তে পুরো বাংলাদেশের জন্য সমরূপ বিধানের প্রতিফলন হলো এ আইনটি। বর্তমানে আইনটিতে মোট ২১ টি ধারা আছে। কালের পরিক্রমায় আইনটির ১,১৭,২৩ এবং ২৪ ধারাগুলো বাতিল করা হয়েছে বিভিন্ন সংশোধনী আইনদ্বারা।

এ আইনের ২ ধারা সরকারী চাকুরীতে রত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত দোষারোপ বা অসদাচরনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অভিযোগ গঠন করার নির্দেশ সম্বলিত। ৩ ধারায় বলা হয়েছে কার নিকট বা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি তদন্ত কাজের ভার অর্পণ করা যাবে। ৪ ধারায় সরকারের পক্ষে প্রসিকিউটর মনোনয়নের বিধান, ৫ ধারায় বলা হয়েছে অভিযোগকারীকে সত্যপাঠ সহ লিখিত অভিযোগ শপথ গ্রহণপূর্বক আনতে হবে এবং মিথ্যা ও বিদ্বেষ পূর্ণ অভিযোগকে মিথ্যা সাক্ষ্যের (Perjury) অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। এতদ্ব্যতীত সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন প্রকার শপথ পাঠ ব্যতীত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্য শুরু করতে পারবে। ৬ ধারায় অভিযোক্তার নিকট থেকে সরকার তার অভিযোগের সত্যতা নিরুপণে তদন্তে উপস্থিত থাকা এবং যদি অভিযোগটি মিথ্যা হয় সেক্ষেত্রে পাল্টা অভিযোগের শিকার হবে সে মর্মে জামানত দাবী করতে পারবে সংক্রান্ত। ৭ ধারা সরকার কর্তৃক তদন্ত কার্যক্রম পরিত্যাগ সম্পর্কিত। ৮ ধারা তদন্ত কমিশনারের ক্ষমতা, তার সুরক্ষা এবং কার্যক্রমের বিজ্ঞপ্তি জারি সংক্রান্ত। ৯ ধারায় সমন প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক উহার নির্দেশনা তামিলে অবাধ্যতার শাস্তি, ১০-১১ ধারায় অভিযুক্তকে এবং কমিশনারকে অভিযোগের কপি সরবরাহ, কমিশনার কর্তৃক প্রসিডিং শুরুর পূর্বে অভিযুক্তকে চার্জ পড়ে শোনানো এবং তৎকর্তৃক অপরাধ স্বীকার বা অস্বীকারের সুযোগ এবং অভিযুক্ত যদি নিজে বা তার আইনজীবীর মাধ্যমে কমিশনের নিকট উপস্থিত না হয় তজ্জন্য আনীত অভিযোগটি তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত বলে গণ্য সংক্রান্ত। ১২-১৬ ধারায় প্রসিকিউটর কর্তৃক কমিশনার সমীপে অভিযোগ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদানের অধিকার ও সাক্ষ্য উপস্থাপন এবং আসামী কর্তৃক তদন্ত কার্য মুলতবি,তার পক্ষের সাক্ষ্য প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে বলা হয়েছে। ১৮ ধারার বিধানে কমিশনারকে নিজে বা তার নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সাক্ষীর মৌখিক বক্তব্য ইংরেজিতে নোট করতে হবে। ১৯ ধারায় সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তি, অভিযুক্তের উপস্থাপিত সাক্ষ্যের উপর প্রসিকিউটরের প্রতিউত্তর এবং ক্ষেত্রমত উহা খন্ডনে সাক্ষ্য প্রমাণ প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে। ২০-২১ ধারা অভিযোগ সংশোধনের বিধান এবং কমিশনার কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল সম্মন্ধীয়। ২২ ধারায় সরকারকে রিপোর্টটি বিবেচনা এবং প্রয়োজনবোধে কমিশনারকে আরো সাক্ষ্য গ্রহণ ও তাদের প্রতিবেদনের উপর অধিক ব্যাখ্যা, অতিরিক্ত চার্জ গঠন এবং উহার সত্যতা নিরুপণ বিষয় সম্পৃক্ত। এ ধারায় সরকার যখন বিশেষ কমিশনার নিয়োগ করে তখন কমিশনারদের কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন ক্ষেত্রমত কোর্ট বা অন্য কর্তৃপক্ষ যাদের অধীনে

ও নিয়ন্ত্রনে অভিযুক্ত কাজ করেন তাদের নিকট প্রেরণ করে তাদের অভিমত যাঞ্চার বিধানও আছে এবং সরকার কর্তৃক চুড়ান্ত আদেশ যা তাদের ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্যের আলোকে ন্যায্য বিবেচিত হয় তা প্রদান করার বিধান করা হয়েছে। ২৫ ধারায় সরকারকে পূর্ব তদন্ত ব্যতীত অভিযুক্তকে সাময়িক বরখাস্ত বা অপসারনের ক্ষমতা সংরক্ষণের অধিকার দেয়া আছে।

পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত ও শাস্তির বিধান সম্বলিত বিধি প্রণীত হয়। যেমন ঃ

1) The Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930
2) The Subordinate Services (Discipline and Appeal) Rules, 1936

অতঃপর সাবেক পাকিস্তান আমলে একই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত বিধি প্রণীত হয়;

The Government Servants (Efficiency and Discipline) Rules, 1960

তৎপর, পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত বিধি প্রণীত হয় ঃ

The Government Servants (Efficiency and Discipline) Rules, 1960

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদ এর শর্তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে The Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1976 প্রণীত হয়। উক্ত বিধি উপরিউক্ত ৪(চার) টি বিধি বাতিল (repeal) করে।

আইনটির বিলুপ্তিঃ- পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার The Government Servants (Special Provisions) Ordinance, 1979 প্রণয়ন করে। এ আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শৃংঙ্খলা বিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন বিবেচনায় অধ্যাদেশটি তৈরী করা হলো। এ অধ্যাদেশের ৩ ধারা মূলে সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ, ৪ ধারায় শাস্তি এবং ৫ ধারায় তদন্ত ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত অধ্যাদেশ কার্যকর করা হয়। পরবর্তীকালে The Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1984 প্রণীত হয় যাহা ১৯৭৬ সালের বিধি বাতিল করে। তৎপর ১৯৮৫ সালে উক্ত বিধি বাতিল করে The Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 প্রণীত হয়।

উক্ত ১৯৮৫ সালের বিধির ৩ ধারায় অপরাধসমূহ (Grounds for Penalty), ৪ ধারায় অপরাধসমূহের শাস্তি এবং ৫,৬ও ৭ ধারায় তদন্ত কার্য ধারাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, **The Public Servants (Inquiries) Act, 1850** এর বিধানাবলী অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক হয়েছে বিধায় এই আইনটি বাতিল করা যেতে পারে।

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন

বিষয়ঃ **THE TOLLS ACT, 1851 (ACT NO VIII OF 1851)**

The Bangladesh Code Volume-1 পৃষ্ঠাঃ ৫৩-৫৭

আইনটির স্বরূপঃ THE TOLLS ACT, 1851 (ACT NO VIII OF 1851) পথকর আইনটি সরকারকে জনপথ (roads) এবং সেতু (bridge) ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা দিয়ে ১৪টি ধারার সমন্বয়ে ১৮৫১ সনে প্রণীত হয়। এর প্রথম ধারাটি বাতিল করে ১এ নামক ধারায় ১৯৭৩ সনে সংযোজন করে সমগ্র বাংলাদেশে এ আইনের প্রযোজ্যতা দেয়া হয়। জনপথ ও সেতু ব্যবহার করতে করের পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায়ের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে ২ এবং ৩ ধারায়। এর ৪ ধারায় উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে কর মওকুফের বিষয়। ৫ ধারায় পুলিশ অফিসারকে সহায়তা দানে বাধ্যকরণ, ৬ ধারায় অবৈধভাবে পথকর দাবীর অপরাধের প্রতিকার, ৭ ধারায় পথকর প্রদানে অস্বীকৃতির জরিমানার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞপ্তি টানানো এবং ৯ ধারায় কর আদায়ের জন্য ইজারা প্রদানের বিধান করা হয়েছে। ১০ ধারায় ইজারাদারকে কর আদায়কারী বলে গণ্যকরণ, ১১ ধারায় ইজারাদার কর্তৃক কোন ব্যক্তির পথকর মওকুফের ক্ষমতা, ১২ ধারায় কর দানে অনীহার জরিমানা ১০০ শত টাকা, ১৩ ধারায় সরকার তার কোন কর্মকর্তাকে এ আইনের অধীন দায়িত্ব প্রতিপালনের নির্দেশ দান, এবং ১৪ ধারায় এ আইনের অধীন সরকার কর্তৃক বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

১৯৮৫ সালে যমুনা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে Jamuna Multipurposes Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinanance xxxiv of 1985) প্রণয়নের মাধ্যমে একটি যমুনা ব্রীজ নির্মাণ কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি ও নিয়োগ প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে Jamuna Multipurposes Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 সংশোধনী আইন মারফত আইনটির নামকরণ হয় Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985.

এই সংশোধনী আইনের আওতায় toll-road বা রাজপথ কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন করা হয় (৭ ধারা) এবং toll-road এর ব্যাখ্যা ২ ধারায় সংযুক্ত করা হয়।

উক্ত ব্যাখ্যায় বা toll পথকর আদায়ের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়েছে। ব্যাখ্যাটি নিম্নরুপ ;

2. In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

a) .....

(l) ‘toll-road’ means toll-road” means a road, [11][by-pass] flyover, expressway, causeway or ring road constructed or being constructed by the Authority for the use of which toll shall be charged and collected from the users, and includes-

(i) the slope, berm, borrow-pits and side drains of any such road,

(ii) all lands and embankments attached to any such road vested in the Authority for the purpose of the road,

(iii) access or link roads, if any, of any such road,

(iv) all bridges and culverts built on or across any such road,

(v) all fences, posts, structures and facilities on any such road or on any land attached to any such road and all road side trees on such land.]

এই আইনের ১০ ধারায় কর্তৃপক্ষকে অন্যান্য ক্ষমতাসহ পথকর বা toll আদায়ের ক্ষমতা নিম্নরুপে দেয়া হয়েছে;

10. (1) .....

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Authority may----

(a).....

(g) charge and collect fees and tolls for the use of [8][any bridge or toll-road or any part of the restricted area thereof] by any Government agency or other organisation or person or any specified class of them;

আইনটির ৩ ধারায় বলা হয়েছে যে অন্য আইনের সঙ্গে অসংগতির ক্ষেত্রে এ আইনের বিধান কার্যকর হবে।

আইনটি পাঠে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সেতু ও রাস্তা রাজপথ ব্যবহার ও ইহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৩ সদস্যের একটি কর্তপক্ষ সৃজন সংক্রান্ত বিধান রয়েছে (ধারা ৬ দ্রঃ) এবং পথকর নির্ধারণ ও আদায় সহ অন্যান্য সকল দায় দায়িত্ব উক্ত কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করে আইন প্রণয়ন করে ইহাকে অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

এমতাবস্থায়, THE TOLLS ACT, 1851 এর প্রায়োগিক কার্যকারিতা অর্থাৎ সেতু ও রাস্তা ব্যবহারে কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষেত্রে এর বিধান প্রয়োগ এর প্রয়োজনীয়তা আর নেই বিধায় উক্ত আইনটি বাতিলের সুপারিশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন

বিষয় ঃ **THE CANALS ACT, 1864, ACT NO V OF 1864**

আইনটির অবস্থান ঃ The Bangladesh Code Vol-1 পাতা ৩২৪-৩৩১

আইনটির বিষয়বস্তু ঃ- নদী, খাল, নালা ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ নৌপথে কর আদায় সংক্রান্ত আইন সমূহের সংহতকরণ এবং জল পথকর আদায়ের কর্তৃত্ব সৃষ্টি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আইনটি ১৮৬৪ সালে প্রনীত হয়। আইনটির মোট ধারা ২০ টি তনধ্যে ১৭ ও ১৯ ধারা ইতোমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। ১ ধারা আইনে ব্যবহৃত শব্দসমূহ Vessel, line of Navigation, Channel, Person এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। নদী, খাল নালা, জলাশয় এ আইনের আওতায় আসবে তা গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করার ক্ষমতা ২ ধারায় সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। ৩ ও ৪ ধারা নৌবাহনযোগ্য পথ সৃষ্টি, এর জন্য জমি গ্রহণ ও সরকারকে মামলার দায় মুক্তিকরণ সম্পর্কিত। ৫-৮ ধারা জলপথ কর নির্ধারণ, আদায়করণে কালেক্টর নিয়োগ এবং কর পরিশোধ বলবৎ করণ সম্পর্কিত। ১০ ধারায় কর ফাঁকির দন্ড, ১১ ধারায় নৌপথ বিষয়ক আইনের বিধি তৈরী, ১৩-১৫ ধারা নৌপথে বাধা অপসারনে সুপারভাইজর নিয়োগ, তার ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি ইত্যাদি সংক্রান্ত। ১৮ ধারায় এ আইনের অধীনকৃত অপরাধ স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য বলা হয়েছে। ২০ ধারায় আইনটির সংক্ষিপ্ত শিরোনাম দেয়া হয়েছে।

আইনটির বিধানসমূহ পাঠে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মূলত: আভ্যন্তরীণ নৌপথে কর নির্ধারণ, কর আদায় জলপথ সৃষ্টি, উন্নয়ন, এ আইনের আওতায় কোন্ জলপথ সমূহ হবে তা প্রকাশ, কর আদায়কারী কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক নিয়োগ এবং অপরাধের বিচার স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়ে সংবিধিবদ্ধ বিধান এ আইনে বলা হয়েছে।

পরবর্তী আইন সমূহ ঃ- পরবর্তীকালে ১৯৫৮ সনে The Inland Water Transport Authority Ordinance 1958 প্রণীত হয়। এ আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে আভ্যন্তরীণ জল পথপরিবহন, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সার্বিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির বিধান এ আইনের উদ্দেশ্য। এর ৩ ধারার বিধানে বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌপথ পরিবহন কর্তৃপক্ষ বা Inland Water Transport Authority সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৯ ধারায় উক্ত কর্তৃপক্ষের তহবিল গঠন ও উৎস বর্ণনায় উপধারা ২(c) তে জলকর, ট্যাক্স বা মাশুল শিরোনামে ৭ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত খাতসমূহের উল্লেখ্য আছে। ১৯ (২) (cc) ধারায় বলা হয়েছে যে, (c) অনুচ্ছেদে

বর্ণিত সকল বা যে কোন খাত থেকে শুল্ক, কর এবং মাশুল আদায় করতে সরকার কর্তৃক আভ্যন্তরীণ নৌকর্তৃপক্ষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

১৯ (৩) ধারা অনুসারে সরকার ১৯ ধারার (২) উপধারার (c) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সকল বা যেকোন খাতে নির্ধারিত ভাবে ও হারে শুল্ক, কর এবং মাশুল আরোপ করতে পারে। ১৯(৩) ধারায় বর্ণিত শুল্ক, কর বা মাশুল ১৯বি ধারা অনুসারে The Public Demands Recovery Act, 1913 এর বিধান অনুসারে আদায় করার ব্যবস্থা নিতে পারে।

তাছাড়া, The Canals Act, 1864 এর ১৬ ধারার নৌপথে বাধা সৃষ্টির শাস্তির বিধানের ন্যায় The Inland Shipping Ordinanc 1976 এর ৫৭ এ ধারায় বিকল্প বিধান করা হয়েছে। আবার The Canals Act, এর ১৮ ধারায় ঐ আইনের অধীনকৃত অপরাধের শাস্তির বিচার স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সম্পাদিত হয় যা The Inland Shipping Ordinanc1976 এর ৭৩ ও ৭৩এ ধারায় সৃষ্ট Marine Court কর্তৃক বিচার্য বলে বিধান করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, The Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 এবং The Inland Shipping Ordinance, 1976, এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলীর আলোকে The Canals Act, 1864, এর প্রয়োজনীয়তা আর নেই বিধায় উক্ত আইনটি বাতিলের সুপারিশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন

বিষয়: <u>THE ACTING JUDGES ACT, 1867, ACT NO XVI OF 1867</u>

আইনটির অবস্থান ঃ The Bangladesh Code Vol-1 পাতা ৩৪৫

আইনটির লক্ষ্য:- বিভিন্ন আদালতে সাময়িক নিয়োগের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগে একাধিক আইনে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বিষয়ে কোন দ্বিধা বা সংশয় নিরসনের উপযোগী নিয়োগ সংক্রান্তে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিধান করে আইনটি ১৮৬৭ সনে প্রণীত হয়। আইনটিতে মোট দুটি ধারা।

১ ধারায় বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যেখানে রাষ্ট্রপতি কোন আইন বা রেগুলেশন মূলে যে সকল আদালতে স্থায়ী বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন সে ক্ষমতার ভিত্তিতেই তিনি ঐ সকল পদে সাময়িককালের জন্য বিচারক নিয়োগ দিতে পারবেন এবং এ নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকগন স্থায়ী বিচারকের ন্যায় ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্পাদনের এখতিয়ার সম্পন্ন হবেন।

২ ধারায় বলা হয়েছে যে, এ আইনটির ১ ধারার সারমর্ম বা পরিণতি এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান সকল আইন ও প্রবিধানের বিশেষ অনুচ্ছেদ হিসাবে গণ্য হবে।

আইনটিতে ব্যবহৃত "কোর্ট" শব্দটির কোন ব্যাখ্যা দেয়া না হলেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে "আদালত" অর্থ সুপ্রীম কোর্ট সহ যে কোন আদালতকে বুঝাবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আইনটির আলোকে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্ট সহ যে কোন আদালতের জন্য সাময়িক ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগে সক্ষম।

<u>সাংবিধানিক ব্যবস্থা (Constitutional Provision)</u> ঃ- উত্তরকালে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং এর মূল লক্ষ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ফসল আমাদের পবিত্র সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে । সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সহ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত অনান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করতে হয়। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক এবং আপীল বিভাগের জন্য (এডহক) তদর্থক বিচারক নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালতের বিচারক পদে বা বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী নিয়োগ দান করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

এখানে উলেখ্য যে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের ক্ষমতা বলে এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের Secretary, Ministry of Finance Vs. Md. Masdar Hossain and others, 52 DLR (AD) 82, 20 BLD (AD) 104 ৭৯/১৯৯৯ নম্বর সিভিল আপীলে প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনার আলোকে এ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি জুডিসিয়াল সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ ও অনান্য আনুষঙ্গিক বিষয়দী সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি এতদসংক্রান্ত নিম্নরূপ বিধি প্রণয়ন করেছেন ঃ

1. Bangladesh Judicial Service Commission Rules, 2007.
2. Bangladesh Judicial Service (Pay Commission Rules, 2007).
3. Bangladesh Judicial Service (Composition, Appointment in Service Posts and Suspension, Dismissal and Removal), Rules 2007.
4. Bangladesh Judicial Service (Posting, Promotion, Leave Granting, Control, Discipline and Other Service Conditions), Rules 2007.

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন রুলস ২০০৭ এর ৩ বিধি অনুসরণে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন ইতোমধ্যেই গঠিত হয়েছে। এ কমিশন জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা শেষে উপযুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগের সুপারিশ সংক্রান্ত তালিকা প্রণয়ন করে সার্ভিসের প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের সংশিষ্ট অনুচ্ছেদ এবং এর আওতায় প্রণীত বিধি বর্তমানে কার্যকর। শুধু তাই নয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৭(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যাক্তিরূপে এ সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এ সংবিধানের সাথে অসমঞ্জস হয়, তা হলে সে আইনের যতটুকু অসমঞ্জস্যপূর্ণ, ততটুকু বাতিল হবে।

The Acting Judges Act, 1867 প্রণয়ন কালীন সময়ে তদানিন্তন গভর্নর জেনারেলকে (বর্তমানে রাষ্ট্রপতি) সাময়িকভাবে বিচারক নিয়োগে যে একক ক্ষমতা দেয়া আছে তা বিচারক নিয়োগের বর্তমানের সাংবিধানিক ব্যবস্থার (Constitutional Provision) সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় উক্ত আইনটি বাতিলযোগ্য।

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন

বিষয়ঃ **THE ALLUVION (AMENDMENT) ACT, 1868 (ACT NO. IV OF 1868)**

আইনটির অবস্থান ঃ The Bangladesh Code Vol-1 পাতা ৩৫৪-৩৫৫

আইনটির উদ্দেশ্য ঃ- ১৮৪৭ সনের The Bengal Alluvion and Diluvion Act(Act, no IX of 1847) এর সংশোধনের নিমিত্ত এ আইনটি প্রণয়ন করা হয়। এর ২-৪ ধারায় আইনটির উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। ২ ধারায় বলা হয়েছে যে ১৮২৫ সনের Bengal Regulation XI এর ৪ ধারার ৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে যখন সরকারের নিয়ন্ত্রনের থাকা কোন দ্বীপপুঞ্জের সাথে নদী বা সাগরের তলদেশ থেকে ক্রমান্বয়ে জেগে ওঠা ভূমি ঐ দ্বীপ সমূহের সংযোজিত অংশ হিসেবে গণ্য হয়ে সরকারের অথিকারে ও নিয়ন্ত্রনে চলে যাবে। ৩ ধারায় নতুন জেগে ওঠা চর বা দ্বীপ ও Bengal Regulation XI এর ৪ ধারার ৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে সরকারী ভূমি স্থানীয় রাজস্ব কর্ম বিভাগকে তাদের দখলে নিতে বলা হয়েছে। এবং Board of Land Administration এর অনুমোদন সাপেক্ষে বিধি মোতাবেক ঐ ভূমির পরিমাণ নিরূপণ ও বন্দোবস্ত দিতে বলা হয়েছে।৪ ধারার বিধান হলো কোন দ্বীপ স্থানীয় রাজস্ব কর্তৃপক্ষ সরকারের পক্ষে দখল গ্রহণ করলে ঐ ভূমি পূণরায় যদি নদীর অগভীর অংশ যা হেটে বা গাড়ীতে পার হওয়া যায় এমন অবস্থায় পরিণত হয় তা হলেও তাতে সরকারের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে না।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ- আইনটির উল্লিখিত ৩ টি ধারা পাঠে এটা স্পষ্ট যে এর উদ্দেশ্যের উৎস হচ্ছে ১৮২৫ সনের Bengal Regulation XI এর ৪ ধারার ৩ অনুচ্ছেদ। এখানে উল্লেখ্য যে Bengal Regulation XI ১৮২৫ এর দীর্ঘ প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে বঙ্গদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের নদী বিধৌত ভূমি বৈচিত্রের কারণে প্রায়শঃই নদী ভাঙ্গন এবং ভরাটের ফলে বিপুল পরিমাণ ভূমি নদী গর্ভে বিলীন বা নদী সাগর বক্ষে জেগে উঠায় ঐ গুলির মালিকানা নিয়ে বিরোধ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগে থাকে। নদী সাগর বক্ষ থেকে জেগে উঠা এ সকল ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসায় প্রযোজ্য স্থানীয় প্রথা ও বিধি সর্ববিদিত না হওয়ায় বিচার আদালতগুলি এ সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ায় সদর দেওয়ানী আদালত সমূহ তাদের নিজ নিজ স্তরের আইন কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রতিবেদন তলব ও বিবেচনাসহ এ বিষয়ে নিস্পত্তিকৃত মোকদ্দমা সমূহের সিদ্ধান্ত আমলে নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি অসুবিধা ইত্যাদি কারনে Governor General in Council a Regulation জারী করিলেন।[১]

[1] . A Mannan Vs Kulada Ranjon Mowalw 31 DLR (AD)195

এ রেগুলেশন এর ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, নদী ও সাগর বক্ষে জেগে উঠা দ্বীপ বা চরের মালিকানা সরকারের হবে এবং ৪ (১) অনুচ্ছেদের মর্ম হল নদী বা সাগর তীরবর্তী মালিকদের ভূমির সাথে নদী ও সাগর বক্ষ থেকে ইন্দ্রিয়াতীত ক্রমধারায় জেগে উঠা সংযোজিত ভূমি ঐ মালিকের বর্ধিত ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। পয়স্তি ভূমিতে স্বত্তাধিকার সংক্রান্ত আইনী কাঠামোর সর্বপ্রথম রূপায়ন হল ১৮২৫ সনের Regulation XI. এতে বলা হয়েছে নদী তীরবর্তী ভূম্যধিকারীর বর্ধিত ভূমিতে তার নিজ ভূমির স্বত্তের চেয়ে অধিক উন্নত স্বত্তাধিকার হবে না এবং তিনি এ সংযোজিত ভূমির কর প্রদানের দায় থেকে অব্যাহতিও পাবেন না।

পয়স্তি ভূমি সম্স্লর্কিত আইনের ক্রমবিবর্তন ও বর্তমান বিধান ঃ ১৮৫৯ সনে পয়স্তি বা সিকস্তি ভূমির খাজনা বৃদ্ধি রহিত সংক্রান্ত ১৭ ও ১৮ ধারার বিধান সম্বলিত Rent Act, 1859 প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের বিলুপ্তি ঘটে ১৮৮৫ সনে The Bengal Tenancy Act, 1885 পাশ করার মাধ্যমে। এর ৫২ ধারা পয়স্তি ভূমির খাজনা বৃদ্ধি ও নদীর গর্ভে বিলীন ভূমির খাজনা রহিত সংক্রান্ত হলেও পয়স্তি ভূমির স্বত্তাধিকার সম্পর্কে ১৮২৫ সনের Regulation XI-এ উল্লেখিত বিধান প্রযোজ্য ছিল কিন্তু ১৯২৯ সনে The Bengal Tenancy Act, 1885. এর ৮৬ ক ধারা সংযোজনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন এনে বলা হয়েছিল যে, কোন চুক্তির অনুপস্থিতিতে নদী গর্ভের সিকস্তি ভূমির মালিক যদি খাজনা পরিসমাপ্তির আদেশ গ্রহণ করে তবে ঐ ভূমিতে তার মালিকানার অবসান ঘটবে। ১৯৩৮ সনে নতুন ৮৬ ধারা প্রতিস্থাপন করে বিধান করা হয় যে, Diluviated Land এর খাজনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রহিত (abate) হবে তবে ভূমির মালিকানা নদী গর্ভে বিলীন হবার তারিখ থেকে ২০ বৎসর অবধি বিদ্যমান থাকবে। দেশ বিভাগের পর East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, 1950 যা পরবর্তীতে The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 প্রণয়নের ফলে মধ্য স্বত্তাধিকারী গোষ্ঠির বিলুপ্তি ঘটনো হয়। এ আইনের ৮৬ ধারা সিকস্তি ভূমির খাজনা ও উহার স্বস্থানে পুনঃজেগে উঠা (Reformation in situ) সংক্রান্ত বিধান সম্পর্কিত এবং নদী বা সাগর বক্ষ থেকে জেগে উঠা বা ঐগুলোর তীরবর্তী ভূমির সাথে বৃদ্ধি প্রাপ্ত পয়স্তি ভূমির মালিকানা সরকারের নিয়ন্ত্রনে অর্পিতের বিধান সংক্রান্ত ৮৭ ধারা সংযোজন করা হয়। এ ৮৭ ধারা The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর Part V এর অন্তর্ভূক্ত যা ঐ আইনের ৭৯ ধারার বিধান মতে নটিফিকেশন জারির মাধ্যমে বাংলাদেশের যে জেলায় যে দিনক্ষন থেকে কার্যকর হয় সেদিন থেকে ঐ অঞ্চলে The Bengal Tenancy Act, 1885 এর বিলুপ্তি ঘটে। ১৯৭২ সনের জুনের ২৮ তারিখে প্রেসিডেন্ট আদেশ নং ৭২ (P.0 72) The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৭ ধারা হিসাবে পুনস্থাপিত করা হয়। এ ধারা কার্যকর হবার সাথে সাথে ১৫০ বৎসর অবধি

প্রচলিত ১৮২৫ সনের Regulation XI এর বিলুপ্তি ঘটে। পরিবর্তীকালে ৮৭ ধারাকে ১৯৭২ সনের প্রসিডেন্ট আদেশ নং ১৩৭ জারীর মাধ্যমে (Sixth Amendment) Order 1972 সংশোধন করে (১), (২), (৩) উপধারায় বিভক্ত করে এর বর্তমান অবয়ব প্রদান করা হয়। সিকস্তি ও পয়স্তি ভূমি সংক্রান্ত বিধান সম্বলিত The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা বর্তমানে ক্ষেত্রমত প্রযোজ্য হচ্ছে এবং এ ধারা দুটির প্রারম্ভেই বলা হযেছে যে, এ সংক্রান্ত বিষয়ে এ যাবতকালে অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এ ধারায় বর্ণিত বিধান প্রাধান্য পাবে।

উপরোক্ত আলোচেনা, আইনের ক্রমবিবর্তন ও বর্তমান বিধান অনুসারে The Alluvion (Amendment).Act, 1868, Act IV of 1868 এর প্রায়োগিক উপযোগিতা না থাকায় এবং এই আইনের সম্পূর্ণ বিষয় The State Acquisition and Tenancy Act, 1950, এর ৮৬ ও ৮৭ ধারায় অর্ন্তভূক্ত হওয়ায় আইনটি বিলুপ্তির সুপারিশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন

বিষয়ঃ THE SARAIS ACT, 1867 (ACT NO. XXII of 1867).

আইনটির অবস্থান ঃ The Bangladesh Code Vol-1 পাতা ৩৪৬-৩৫৩

আইনটির লক্ষ্য ঃ- পাক ভারত উপমহাদেশে অবস্থিত গণপান্থশালা সমূহের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ সালে আইনটি প্রণীত হয়। সরাই শব্দটি ফার্সি "সরাই খানহ্" এর অংশ যার অর্থ পথিক নিবাস, চটি বা হোটেল। ১৮৬৭ সনের সরাই আইনের ২ ধারায় সরাই শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কোন বাড়ী, ঘর বা দালান বা এর অংশ বিশেষ, যা পথিক বা যাত্রী সাধারণের আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এই একই অর্থে 'পুরাও' বুঝায়। সরাই খানার মালিক বা তত্ত্বাবধায়ককে সরাই রক্ষক বলা হয়।

ঐতিহাসিকতা ঃ আইনটির প্রস্তাবনা পাঠে এটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন কালে পথিক সাধারনের চলার পথে রাত্রি যাপনের জন্য বেসরকারী আয়োজনে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এ সকল পান্থ নিবাস স্থাপন ও পরিচালিত হতো। বানিজ্যিক উদ্দেশ্য ছাড়াও ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে নিবেদিত ব্যবস্থাপনায় সরাই খানা ছিল। উদহারণ স্বরূপ ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর পাড়ে চক বাজারের দক্ষিন পাশে অবস্থিত বড় কাটরা। মধ্য এশিয়ার কারাভান সরাইয়ের আদর্শ ও ঐতিহ্যের নকশায় ২২টি কক্ষ বিশিষ্ট বড় কাটরাটি সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা ১৬৪৩ -৪৬ সালে নির্মাণ করেন। তিনি এটা মীর কাশেমের নিকট সমর্পণ করেন এ শর্তে যে, এটা ব্যবহৃত হবে নিঃস্ব মানুষের অবস্থানের জন্য এবং এর খরচ নির্বাহ হবে ঐ উদ্দেশ্যে ওয়াকফকৃত ২২টি দোকানের আয় থেকে। কালের পরিক্রমায় বর্তমানে সরাই খানার নাম বিলুপ্ত হয়ে আবাসিক হোটেল রেষ্টুরেন্ট নামে পথিক নিবাস গুলি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে স্থাপিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

আইনটির রূপরেখা ঃ মোট ১৮টি ধারায় আইনটির কাঠামো বিন্যাস ছিল। তান্মধ্যে ১ ও ১৭ নং ধারা ইতোমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। ৩ ধারায় বলা হয়েছে আইনটি কার্যকর হবার ৬ মাসের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার এলাকায় থাকা সরাইখানার মালিকদেরকে তাদের জন্য আইনের নির্ধারিত নমুনা ফর্মে সরাই খানার রেজিস্ট্রেশন করার জন্য লিখিত নোটিশ দিবে। ৪ ধারা নিবন্ধিত সরাই সমূহের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করার বিধান দেয়। ৫ম ধারায় সরাই রক্ষক নোটিশ পাওয়ার ১ মাসের মধ্যে তার নিজের নামসহ সরাই নিবন্ধিত না করলে অন্য কোন ব্যক্তি বা লজার (lodger) বা প্রাণী বা যানবাহন তার সরাইতে সাময়িক যাত্রাবিরতি বা অবস্থান দিতে পারবে না। ৬ ধারায় বলা হয়েছে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরাই রক্ষককে চারিত্রিক সনদ পত্র না দিলে সরাইরক্ষক হিসাবে তার নিবন্ধন দিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অস্বীকার করতে পারে। ৭ ধারায় সরাই রক্ষকের কর্তব্যের বর্ণনা করা হয়েছে এবং ৭ (৭) উপধারায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে সরাই ব্যবহারের ফি বা ভাড়ার সময়উপযোগী তালিকা বোধগম্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করে সরাই রক্ষক প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শন করবে। ৮ম ধারায় বলা হয়েছে যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যদি সরাই রক্ষককে আদেশ করেন যে, গত দিন ও রাতে তার সরাইতে আশ্রয় লওয়া ব্যক্তিদের নামের তালিকা তার বা তার

নিযুক্ত ব্যক্তির নিকট সরবরাহ করতে হবে তবে তিনি তা প্রতিপালন করতে বাধ্য। ৯ম ও ১০ম ধারায় বলা হয়েছে পরিত্যক্ত বা মালিকানা বিরোধজনিত কারণে কোন সরাই বন্ধ হয়ে গেলে বা অন্য কারণে সরাইটি বখাটে লোকের আড্ডার স্থল বা নোংরা অস্বস্তিকর আবাসে পরিণত হলে তা বন্ধ বা মেরামত করার নির্দেশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দিতে পারবে। যদি সরাই রক্ষক নোটিশ প্রাপ্তির ৩ দিনের মধ্যে সরাই মেরামত কাজ শুরু না করেন তবে সরাই বন্ধ করা বা সরাই রক্ষকের অর্থে তা তিনি মেরামত করতে পারবেন। ১১-১২ ধারা ধ্বংস প্রাপ্ত সরাই খানার মালপত্র বিক্রি এবং কোন সরাই খানার জঙ্গলাকীর্ণ, অশ্লীলতা ও পঙ্কিলতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক, সরাই রক্ষককে পরিছন্নতার নির্দেশ এবং নির্দেশ অমান্য করলে ১৪ ধারায় বর্ণিত পরিমানের জরিমানা প্রদানের ক্ষমতা সম্পর্কিত। ১৩ ধারায় সরকারকে এ আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ১৪ ধারায় এই আইনের বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এককালীন অনধিক ২০ টাকা জরিমানা এবং তৎপর অপরাধকরণ অব্যাহত থাকলে প্রতিদিনের জন্য অনুর্ধ্ব ১ টাকা হারে দন্ড আরোপের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ১৫ ধারায় এই আইনের অধীনে তৃতীয় বার অপরাধ যদি সরাই রক্ষক করেন তবে তিনি সরাই পরিচালনায় অযোগ্য বিবেচিত হবেন। ১৬-১৭ ধারায় বলা হয়েছে যে সকল সরাই সরকারের বা অন্য পৌরসভার ব্যবস্থাধীনে সেগুলোর ক্ষেত্রে এ আইনের ৮ ধারা ব্যতীত অন্যান্য বিধান প্রযোজ্য হবে না এবং এ আইনটি কোন মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রয়োগ করা যাবে না।

উত্তরকালীন আইনঃ– THE BANGLADESH HOTELS AND RESTAURANTS ORDINANCE, 1982 ORDINANCE NO. LII OF 1982

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষে ব্যক্তি মালিকানায় হোটেল ব্যবসার প্রচলন ও ক্রমোন্নয়ন ঘটতে থাকে। ভারতে বৃটিশ রাজত্বকালীন সময়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হোটেল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর Pakistan Tourism Development Corporation স্থাপন করা হয়। ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে এ দেশে পর্যটকদের ভ্রমণে আর্কষিত করতে The Bangladesh Parjatan Corporation Order,1972 জারী করা হয় এবং এই Order এর আওতায় স্থাপিত কর্পোরেশন নানান হোটেল Restaurant স্থাপন ও পরিচালনা করে আসছে।

অধিকন্তু, The Bangladesh Parjatan Corporation Order,1972 এর 2 (J) ধারায় Travel Agency স্থাপনের ক্ষমতাও কর্পোরেশন ভোগ করে। এ লক্ষ্যে The Bangladesh Travel Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1977 প্রণয়ন করা হয়। এ অধ্যাদেশের 2 (d) ধারায় Travel Agency বলতে এমন ব্যবসাকে বুঝাবে যা ভ্রমন ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকল আয়োজন যেমন যানবাহন, বাসস্থান এবং অন্যান্য সুবিধাদীর ব্যবস্থা করবে। এ সকল আইনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পর্যটকদের আকর্ষন ও সুবিধা সৃষ্টি। আর

সুবিধাসমূহের একটি হলো হোটেল, রেস্টহাউজ এবং রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদি নির্মান এবং এসবের মান নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ, নিবন্ধন ইত্যাদি বিষয়ের বিধান প্রণয়ন।

The Bangladesh Hotels and Restaurants Ordinance, 1982 ২৭ টি ধারার সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আইন। এ আইনের 2 (g) ধারায় হোটেলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, হোটেল বলতে নিম্নতম ১০ শয্যা বিশিষ্ট স্থাপনা যা আইনে নির্ধারিত নূন্যতম নির্ণায়ক মেনে অতিথিদেরকে ভাড়ায় বাসস্থানসহ খাদ্য সরবরাহ করে কিন্তু বৃদ্ধাশ্রম, ছাত্র নিবাস যা যথাক্রমে দাতব্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত বা সরকারী রেস্ট হাউজ, হোস্টেল বা সার্কিট হাউজ এর অন্তর্ভূক্ত হবে না। এ আইনের লক্ষ্য,উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, নিরীক্ষন ও নিয়ন্ত্রনের জন্য একজন Controller এবং উপসহকারী ও সহকারী Controller এর অফিস সৃষ্টি করা হয়েছে এবং একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের বিধান এতে আছে। আইনটির ৫ ধারায় হোটেল Restaurant গুলোকে Controller Office কর্তৃক নিবন্ধিত হবার বিধান আছে। ৬ ধারায় Controller হোটেল সমূহকে (Star Classification) তারা-যোজন শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতিতে বিভাজন করার ক্ষমতা প্রয়োগ এ ধারার (a-e) উপ ধারার নির্দেশ মোতাবেক করতে বলা হয়েছে। ৮ ধারা নিবন্ধন দিতে অস্বীকৃতি বা নিবন্ধন বাতিল সংক্রান্ত। ১০ ও ১৩ ধারা যুক্তি সংঙ্গত ভাড়া নির্ধারন ও প্রকাশ বিষয়ক। ১৭-১৮ ধারা Controller কর্তৃক অনুসরণীয় ক্ষমতা প্রয়োগ প্রক্রিয়া ও অতিরিক্ত ক্ষমতার বর্ণনা সম্পর্কিত। নিবন্ধিত হোটেল সমূহে প্রাথমিক ও ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকার নির্দেশ ২০ ধারায় বলা হয়েছে। আইনের বিধান লঙ্ঘনজনিত অপরাধসহ ক্ষতিকারক ও অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন বা খাবার দূষণ রোধে পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার ব্যত্যয় সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তির বিধানও এ আইনে করা হয়েছে।

এই আইনটির আওতায় বর্তমানে হোটেল রেষ্ট্রেরেন্ট ব্যবসা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। যদিও এ আইনে The Sarais Act, 1867 বাতিলকরণ সম্পর্কে কিছু বলা নেই তা সত্ত্বেও উক্ত আইনের অধিকাংশ বিধানকে The Bangladesh Hotels and Restaurants Ordinance, 1982 এর বিধান অধিক্রমণ করেছে। অন্যদিকে সরাইখানার প্রচলন এখন নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। এমতবস্থায় আলোচ্য আইনটির প্রায়োগিক উপযোগীতা না থাকায় এটা বাতিলের সুপারিশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন

সংলাগ-ছ

বিষয়ঃ THE PENSIONS ACT, 1871 ACT NO XXIII OF 1871

অবস্থানঃ The Bangladesh Code Vol-1 পাতা ৪৬৫-৪৬৮

আইনটি প্রণয়নের উদ্দেশ্যেঃ

তদানিন্তন ভারতে পেনশন পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয় উপযোগী ও সংহত আইন করার লক্ষ্যে ১৮৭১ সনে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। আইনটি পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, পেনশন বা সমজাতীয় ভাতা প্রদান সরকারের অনুগ্রহ হিসাবে রাষ্ট্রের পলিসির অংশ ছিল, যার ফলশ্রুতিতে সরকার পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নির্ধারণ এবং এ সকল বিষয়ে আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষমতা নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। পেনশন বিষয়ে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির জন্য আদালতের দ্বার রুদ্ধ ছিল।

আইনটির রূপায়ণ ঃ

একটি শিডিউলসহ চারটি অংশে ১৪টি ধারায় আইনটির কাঠামো বিন্যাস ছিল। তম্মধ্যে তফসিলসহ ২ ধারা ১৯৩৮ সনের ACT No-1 দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। ১ ও ৩ ধারা যথাক্রমে আইনটির শিরোনাম ও ব্যাপ্তি নির্ধারণ করেছে। ৪ ধারা আইনটি প্রণয়ণের মাধ্যমে সরকারের এ সংক্রান্ত মননশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিধায় এ ধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে পেনশনের পরিমান, প্রদান প্রক্রিয়া, মঞ্জুরী হিসাবে প্রদত্ত টাকা বা ভূমি রাজস্ব এবং এ সকল বিষয়ক দাবী বা অধিকার আদায়ে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার খর্ব করা হয়েছে। ৫ ধারার বিধানুসারে পেনশন সংক্রান্ত এবং ঐগুলোর অধিকাংশ প্রশাসনিক বিধি বা নির্দেশ জাতীয় হওয়ায় সকল দাবী কালেক্টর বা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করতে হত এবং তিনি যদি স্বীয় বিবেচনায় এসকল দাবী দাওয়া প্রমাণিত হলে প্রত্যায়ন (certified) করে তবেই ৬ ধারার বিধানমতে এ সংক্রান্ত দাবী বা বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য আদালতের এখতিয়ারে নেয়া যাবে। তবে আদালত এমন কোন আদেশ বা ডিক্রী দিতে পারবে না যাতে পেনশন ভাতাদী প্রদানে সরকারের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্তায়। ৭ ধারা পেনশনের জন্য স্থায়ীভাবে অনুদানকৃত ভূমি বিষয়ের বিধান। ৮ ধারা পেনশন পরিশোধে কালেক্টর বা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্ষমতা দিয়েছে। ৯ ধারা ভূমি রাজস্ব মঞ্জুরী প্রাপ্তদের অধিকার সুরক্ষা দিয়েছে। ১০ ধারা পেনশনের সম্মতিক্রমে সরকার থোক বরাদ্দের মাধ্যমে এর পরিমান হ্রাস পূর্বক প্রদান করবে বিধান সম্বলিত। ১১ ধারা পেনশন ভাতাদি ডিক্রি জারীতে ক্রোকাবদ্ধ করা যাবে না মর্মে অব্যাহতি বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য যে এ ধারাটি Bangladersh Service Rules Part-1 এর ৪৬৮ বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩ ধারা প্রতারনার মাধ্যমে কেহ পেনশন সুবিধা ভোগ করলে এতদসংক্রান্ত খবর সরকারকে যে ব্যক্তি দিবে তার তথ্য প্রমানিত হওয়া সাপেক্ষে সরকার ৬ মাসের সমপরিমান পেনশন ভাতা তাকে পুরস্কার দিবে মর্মে বিধান। ১৪ ধারা মূখ্য রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা কর্তৃক এ বিষয়ে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংক্রান্ত।

আইনটির রুপকাঠামোর উপরে বর্ণিত বিধানসমূহ বিশ্লেষনে এটা পরিষ্ফুট হয় যে এর ৪ ও ১১ ধারা দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাকী গুলো মূলতঃ আইনটির লক্ষ্য বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কিত। ১১ ধারাটি পেনশন ভোগীদের হিতকর বিধান যার অনুরূপ বিধান The Code of Civil Procedure, 1908 এর 60(1)(g) ধারায়ও রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে পেনশন ভাতাদি ডিক্রিজারী কার্যক্রমে ক্রোকাবদ্ধ করা যাবে না। ১২ ধারার বিধান অর্থ্যাৎ প্রত্যাশিত পেনশনের স্বত্তার্পন করা যাবে না তা ১৮৮২ সনের The Transfer of Property Act এর 6 (g) ধারায়ও সন্নিবেশিত হয়েছে।

আইনটির ৪ ধারার বিধানে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পেনশনের পরিমান উহার প্রদান প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, দাবী বা অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভুত বিরোধ নিষ্পত্তিতে আদালতের এখতিয়ার হরণ করা হয়েছে। যদিও পরবর্তী ৫ ধারায় পেনশনারকে পেনশন বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিতে আদালতের সীমিত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে মাত্র।

পরবর্তীকালে বৃটিশ আমলেও তৎপর পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন আইন ও বিধিতে একজন সরকারি কর্মচারীর পেনশন সংক্রান্ত অধিকার সম্মন্ধে বলা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রণীত বিভিন্ন আইন ও বিধিতে পেনশন একটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে পেনশনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে পেনশন বা অবসরভাতা অর্থ আংশিক ভাবে প্রদেয় হউক বা না হউক যে কোন অবসর ভাতা, যাহা কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেয়; এবং কোন ভবিষ্যত তহবিলের চাঁদা বা ইহার সহিত সংযোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যার্পন-ব্যপদেশে দেয় অবসরকালীন বেতন বা অনুতোষিক ইহার অর্ন্তভূক্ত হবে। সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কাজে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে বলে বিধান করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, এ উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিধিসমূহ প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে অনুরূপ বিধিসমূহ কার্যকর হবে।

Bangladesh Retired Government Employees Welfare Association V Bangladesh 51 DLR (AD) (1999) 121 মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ অন্যান্য আইনের সাথে Civil Service Regulations, Government of India Act 1919 এর ৯৬ বি (3) ধারা, Government of India Act 1935, 5 এর ২৪৭(১) ধারা, Bangladesh Service Rules-Part-1, বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদ এবং ১৫২ অনুচ্ছেদ এ প্রদত্ত 'পেনশন' এর ব্যাখ্যা বিবেচনা করে ঘোষণা করেঃ

" .....it is clear that pension is not a bounty of or ex gratia payment by the state as used to be considered once. (Para-49)

এ মামলার রায়ে আপীল বিভাগ বলেছে যে, পেনশন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পেনশনারকে প্রদত্ত দান বা দাক্ষিন্য নহে বরং এটা তার বিধিবদ্ধ অধিকার যা রাষ্ট্র তাকে দিতে বাধ্য বা রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার অংশ।

বর্তমানে সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ পেনশন ও অবসর গ্রহণ সুবিধাদি, পেনশনারের পরিবারের সংজ্ঞা পরিবারের সদস্য, পারিবারিক পেনশন প্রাপ্যতা, পেনশন পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর সহজীকরণের নিম্নলিখিত মূল আইন ও বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১। BSR Part-1 এর XV11- XV111 অধ্যায়

২। The Public Servants (Retirement) Act, 1974

৩। গনকর্মচারী (অবসর) বিধিমালা, ১৯৭৫।

৪। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলসের সংশোধন, ২০০৮।

৫। পেনশন ও অবসর গ্রহণ সুবিধাদি সংক্রান্ত বি, এস, আর সন্নিবেশিত সার্কুলারসমূহ।

(ক) পরিবারের সংজ্ঞা ও পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক পেনশন প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সার্কুলার ।

(খ) পেনশনে যোগ্য চাকুরী কালের ঘাটতি প্রমার্জন।

(গ) পেনশন পরিশোধ সংক্রান্ত Tressury Rules এর ১৯৫-২২৯ বিধান।

৬) বেসামরিক সরকারী চাকুরীজীবিদের পেনশন মঞ্জুরী ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি/পদ্ধতি অধিকতর সহজীকরণ স্মারক তা, ২৭/০১/২০০৯।

৭। পেনশন সহজীকরণ নীতিমালার স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রবিধিসমূহ

এছাড়া আনুতোষিকের হার নির্ধারণ পেনশনের সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, অবসরগ্রহন প্রস্তুতি মূলক ছুটির জন্য অনুর্ধ্ব ১৮ মাসের মূলবেতন এককালীন প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে বিধি বিধান রয়েছে। তদুপরি চিকিৎসা ভাতা ও সুবিধা উৎসব ভাতা, কল্যাণ তহবিলের সুবিধা যৌথবীমা ও ভবিষ্যত তহবিলের সুবিধা বিষয়ক প্রবিধানও করা হয়েছে।

অধিকন্তু পেনশনাধিকারকে বলবৎকরণ যোগ্য করে আমাদের সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদের অনুসরণে The Administrative Tribunals Act, 1980 প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ৪ ধারা ঐ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার

নির্ধারণী বিধান যা ৩টি উপধারায় বিভক্ত এবং ৪ (১) উপধারায় বলা হয়েছে যে, "An Administrative Tribunal shall have exclusive jurisdiction to hear and determine application made by any person in the service of the Republic or of any statutory public authority in respect of the terms and conditions of his service including pension right…….

The Administrative Tribunals Act, 1980 এর ৪ ধারার উপরিউক্ত বিধান The Pension Act, 1871 এর ৪ ও ৫ ধারার বিধানের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক হওয়ায় ঐ ৪ ও ৫ ধারা অবিলম্বে বাতিলযোগ্য। এছাড়াও ঐ ৪ ও ৫ ধারা সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী বিষয়ক মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হওয়ায় সংবিধানের ৭ (২) অনুচ্ছেদ এর বিধান মতেও বাতিলযোগ্য।

CEC Vs Controller and Auditor General of Bangladesh and 4 others, 57 DLR(2005), 113 মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ একজন পেনশনারের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে যে THE PENSIONS ACT, 1871 এর আদৌ উপযোগীতা এ সংক্রান্ত উল্লেখিত উত্তরকালীন বিধি বিধানের আলোকে আছে কিনা?

সংক্ষেপিত যুক্তিসমূহঃ

১। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আইনটির ৪ ও ১১ ধারা গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে ৪ ধারা পেনশনারের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের এখতিয়ার আকর্ষণের পথ রুদ্ধ করে অধিকারকে শাসক শ্রেণীর বিবেচনাধীন করেছে। তাই এ ধারাসহ ৫ ধারা অসাংবিধানিক, অযৌক্তিক এবং কালের প্রবিক্রমায় বেমানান, অবাস্তব এবং The Administrative Tribunals Act, 1980 এর 4 ধারা সহ সংবিধানের ৭ ও ২৭ অনুচ্ছেদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

২। ১১ ধারা যদিও পেনশনের ভাতাদি ডিক্রিজারীর ক্ষেত্রে ক্রোকযোগ্য নয় বলেছে এবং এ ধারাটি বি, এস, আর পার্ট এর ৪৬৮ বিধিতে প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে তথাপি ডিক্রীজারি বিষয়ক মূল আইন The Code of Civil Procedure, 1908 এর 60(1) (g) ধারায় অনুরূপ বিধান আনায় এ ধারাটির প্রয়োজনীয়তা আর নেই ।

৩। পেনশন পরিশোধ বিষয়ক এ আইনের ৭, ১০ ধারার বিকল্প অধিক সহজবদ্ধ ও সহজীকরণ উত্তরকালিন বিধি বিধান যার তালিকা এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সে আলোকে সেকেলে এই আইন বাতিলযোগ্য।

৪। ১২ ধারার বিধান অর্থাৎ প্রত্যাশিত পেনশনের স্বত্তার্পন অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে এর অনুরূপ বিধান ১৮৮২ সনের The Transfer of Property Act এর 6 (g) ধারায় করা হয়েছে । এমতাবস্থায় এ ধারাটি বাতিল হলে এ বিষয়ক আইনের শূণ্যতা সৃষ্টি হবে না।

৫। প্রতারণামূলক ভাবে পেনশন বেনিফিট গ্রহণকারী সংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা সংক্রান্ত ১৩ ধারাটি সংরক্ষণের যৌক্তিকতা নেই। কারণ প্রতারণামূলকভাবে সরকারী টাকা বা সুবিধাদি আত্মসাৎকরণ প্রতিরোধের দন্ডনীয় বিধান The Penal Code, 1860 এ রয়েছে।

৬। মুখ্য রাজস্ব নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তাকে সরকারের সম্মতি সহযোগে পেনশন এ্যাক্ট এর বিধানের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সংক্রান্ত ১৪ ধারাটি আদৌ সংরক্ষনের প্রয়োজন নেই। তদুপরি সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে সরকারী কর্মচারীদের জন্য নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারন পূর্বক বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে এবং এর অনুবলে সময়োপযোগী বিধিও প্রণীত হচ্ছে।

সার্বিক আলোচনা ও তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়েছে যে The Pensions Act, 1871 এর বিধানসমূহের প্রয়োগিক উপযোগিতা নিঃশেষ হয়েছে অনেক পূর্বেই। তাই এটাকে বাতিল করার সুপারিশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন